দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 4 FEB 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 3

010

সমস্যা জর্জরিত সরকারী ও বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত

গাজীপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— কালীগঞ্জ রাজা রমেন্দ্র নারায়ণ সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ১৮৮৯ সালে ভাওয়ালের রাজার নামানুসারে এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩ বছর আগে এটাকে সরকারীকরণ করা হয়। এখানে ২৮ জন শিক্ষকের স্থলে ১৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে ১০ জন। ৩ জন করণিকের স্থলে আছে ১ জন। আজতক এর আসবাবপত্রের অভাব গেলেই রয়েছে। এ উপজেলায় ৩০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৬টি বিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে।

টাঙ্গাইলের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, জেলার দেলদুয়ার উপজেলার পানরাইল ইউনিয়নের দেওজান সমাজকল্যাণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বর্তমানে নানা সমস্যা বিরাজমান। দেওজান সমাজকল্যাণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি সমাজকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নানা রকম বাধা-বিপত্তি ও সমস্যার মাঝে বিদ্যালয়টিকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। বিদ্যালয়টি প্রথম অবস্থায় জুনিয়র বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু দীর্ঘ ১৭ বছরেও বিদ্যালয়টিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা যায়নি। গত ১৯৮৬ সালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অনুমতিক্রমে ১৯৮৭ সালে ১০ জন এসএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিদ্যালয়টি বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয়ের ক্লাসে নেই কোন ব্লাকবোর্ড, নেই ছাত্রদের বসার পর্যাপ্ত বেঞ্চ।

ময়মনসিংহ সংবাদদাতা জানান, ময়মনসিংহ শহরতলীর গলগণ্ডা গ্রামের হাজী ওসমান গনি হাই স্কুলের বয়স প্রায় দু'যুগেরও বেশী হলেও জেলা প্রশাসন থেকে তেমন কোন সাহায্য পায়নি। ৫ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর এ স্কুলটির রেজাল্ট ভাল থাকলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজর পড়ে না। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল গৃহের বেড়াবিহীন, রোদ বৃষ্টিতে ভিজে অনেক কষ্ট সহ্য করে ক্লাস করে।

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, কটিয়াদী উপজেলাধীন ঐতিহ্যবাহী বনগ্রাম আনন্দ কিশোর উচ্চ বিদ্যালয়টিতে আজ হাজারো সমস্যা বিদ্যমান। ১৯১২ সালে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। অর্থাভাবে দীর্ঘদিন যাবত সংস্কার করা হচ্ছে না। বর্ষা মওসুমে সামান্য বৃষ্টি হলেই পানি পড়ে। ৭৫ বছর আগে নির্মিত দালানের প্লাস্টার ধসে পড়েছে। বর্তমানে শিক্ষকগণ ৫ মাস যাবত বেতন পাচ্ছে না।

দেওয়ানগঞ্জ (জামালপুর) সংবাদদাতা জানান, বিগত ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত দেওয়ানগঞ্জ সরকারী হাই স্কুলটি সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে যেকোন মুহূর্তে ধসে পড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্কুলটি নির্মাণের পর অদ্যাবধি সংস্কার করা হয়নি। শ্রেণীকক্ষে আসবাবাদির সংকট, শ্রেণীকক্ষ সংকট, ব্যবহার অযোগ্য শ্রেণীকক্ষের মধ্যে প্রস্রাব-পায়খানা, স্কুল মাঠে গো-মহিষাদির অবাধ বিচরণ, প্রণালী নিষ্কাশন না করা এবং সম্পূর্ণ স্কুলটি ভালভাবে পেইন্টিং রিপিয়ারিং না করায় একদিকে স্কুলটি যেমন সীমাহীন সমস্যার আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে, অন্যদিকে যেকোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে।

কালিয়া (নড়াইল) সংবাদদাতা জানান, এ উপজেলার রঘুনাথপুর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও ঘরের অভাবে ছাত্রীদের পড়াশুনা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৮৫ সালে স্কুলটি আধা-সরকারী করা হলেও প্রয়োজনীয় চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, ব্লাকবোর্ড বিশেষ করে ঘর না থাকায় ছাত্রী-শিক্ষক উভয়ই সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। স্কুল ঘরটির বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয়, এ যেন মাঠে তরমুজ পাহারা দেয়ার কোন এক চাষীর কুঁড়ে ঘর।

যশোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, প্রায় অর্ধ-শতাব্দী বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী যশোর সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে।

প্রায় ৪ যুগ আগে বৃটিশ আমলে নির্মিত, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত, প্রধান শিক্ষিকার দুইতলা বাস ভবনটি দীর্ঘদিন যাবত সংস্কারের অভাবে একপ্রকার জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। এর নীচের তলায় আবার বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষ। এটি যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়লে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অপরদিকে দারোয়ানের আবাসিক কক্ষটির অবস্থা আরো শোচনীয়। কক্ষের বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক ফাটল দেখা দেয়ার কারণে গত দু'বছর আগে দারোয়ান প্রাণভয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।

এদিকে, বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরিবহনের জন্যে একমাত্র মাইক্রো বাসটি প্রায় ১১ বছর যাবত বিকল হয়ে পড়ে আছে। ফলে, ড্রাইভারের কোন কাজ না থাকায় সে একপ্রকার বসে বসেই বেতন ভোগ করছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাসটি পুনঃ মেরামত অথবা নতুন বাস বরাদ্দের জন্যে শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বহু আবেদন-বিনবেদন করেও কোন ফল হয়নি।